

অধ্যায় ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর
বিষয় : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
শ্রেণি : ষষ্ঠ

অধ্যায়—১: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পরিচিতি

১. গ্লোবাল ভিলেজ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: একটা সময় ছিল যখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে কেউ চিঠি লিখলে তা পৌঁছাতে এক-দুই সপ্তাহ লেগে যেত। কারণ কাগজে লেখা চিঠিগুলো তখন জাহাজ, প্লেন কিংবা গাড়িতে করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাঠানো হতো। তারপর সেখান থেকে নির্দিষ্ট ঠিকানায় চিঠিগুলো পৌঁছে দেওয়া হতো। কিন্তু এখন কাজের কথা বিনিময় করার জন্য নতুন অনেক পদ্ধতি বের হয়েছে। সেগুলো ব্যবহার করে আমরা চিঠি, ছবি, কথা, ভিডিও সবকিছু মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাঠিয়ে দিতে পারি। একটা গ্রামে যেমন একজন মানুষ আরেকজনের সাথে যখন খুশি যোগাযোগ করতে পারে- ঠিক তেমনি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা সারা পৃথিবীর মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতির ফলে সারা বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থা এরূপ সহজ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি বোঝানোর জন্য পুরো পৃথিবীটাকে এখন 'গ্লোবাল ভিলেজ' হিসেবে আখ্যায়িত কর।

২. আমাদের জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: আমাদের জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা আমাদের জীবনটাকে সহজ করে নিতে পারি। আগে যে কাজ করতে দিনের পর দিন লেগে যেত, যে কাজগুলো ছিল নিরস, আনন্দহীন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সে কাজগুলো আমরা চোখের পলকে করতে পারি। বাড়তি সময়টুকু আমরা আনন্দের কাজে ব্যয় করতে পারি। তাই এই যুগের মানুষ অনেক বেশি কর্মদক্ষ, অনেক কম সময়ে তারা অনেক বেশি কাজ করতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রগুলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে সম্পূর্ণ একটা নতুন রূপ লাভ করেছে। সত্যিকথা বলতে কি পৃথিবীটা এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, আমরা যদি আমাদের জীবনের কাজকর্মগুলো করার ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার না করি, তাহলে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়ব। তাই বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আমাদের সবাইকে ব্যবহারযোগ্য সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।

৩. প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি কেন?

উত্তর: বিজ্ঞানের তথ্যের ওপর নির্ভর করে তৈরি করা নানারকম যন্ত্রপাতি আর কলাকৌশল ব্যবহার করে যখন মানুষের জীবনটাকে সহজ করে দেওয়া হয় সেটাই হচ্ছে প্রযুক্তি। প্রযুক্তি ব্যবহারের মূল লক্ষ্য হলো মানব জীবনের কল্যাণ সাধন। কিন্তু সব প্রযুক্তি এ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক নয়। কিছু কিছু প্রযুক্তি এ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবেও কাজ করে। এ ধরনের প্রযুক্তি মানুষের জীবন সহজ করতে গিয়ে জীবনটাকে অনেক জটিল করে দেয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে মানুষের জন্য বিপদ ডেকে আনে। আমরা নিজেরাও অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় শক্তির জন্য লোভ করে পৃথিবীতে অশান্তি ডেকে আনি। তাই মানব কল্যাণের কথা চিন্তা করে আমাদের সবার প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

৪. অনলাইন ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: যেসব ব্যাংকে অনলাইনের মাধ্যমে টাকা জমাদান ও উত্তোলন করা যায়, তাকে অনলাইন ব্যাংকিং বলে। একটা সময় ছিল যখন একজন মানুষকে ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে হলে তাকে ব্যাংকে যেতে হতো। কিন্তু, এখন আর সেটি করতে হয় না। অনলাইন ব্যাংকিং সেবায় ব্যাংকের হিসাবধারী (একাউন্ট হোল্ডার) যেকোনো শাখায় টাকা জমা ও উত্তোলনের সুবিধা পেয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, যেখানে এটিএম মেশিন (Automated Teller Machine) আছে সেখান থেকে ব্যাংক কার্ড দিয়ে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টার যেকোনো সময় টাকা তোলা যায়। ব্যাপারটি আরও সহজ করার জন্য বর্তমানে মোবাইল টেলিফোন ব্যবহার করে ব্যাংকিং শুরু হয়ে গেছে।

৫. আইসিটি ব্যবহার করে শিক্ষাজীবনকে কীভাবে আনন্দময় করে তোলা যায়?

উত্তর: আমাদের দেশের প্রচলিত ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা প্রায়ই হাঁপিয়ে উঠে। দীর্ঘক্ষণ ক্লাসে বসে শিক্ষকের বক্তৃতা শোনা, বুঝে না বুঝে মাথা গুঁজে বই মুখস্থ করা, গতানুগতিক পদ্ধতিতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি কারণে শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষাগ্রহণের বিষয়টি আনন্দের না হয়ে বোঝা হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহার করে তাদের শিক্ষাজীবনকে আনন্দময় করে তোলা যায়। ক্লাসরুমে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করে লেখাপড়ার অসংখ্য চমকপ্রদ বিষয় শিক্ষার্থীদের দেখানো যায়,

বিজ্ঞানের বিষয়গুলো স্ক্রিনে প্রদর্শন করা যায়, পরীক্ষার খাতার পরিবর্তে সরাসরি কম্পিউটারে তাদের পরীক্ষা নেওয়া যায়। তাদেরকে ই-বুক ব্যবহারের সুযোগ করে দিলে তারা সেখানে পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি আরও কয়েক হাজার বই সংরক্ষণ করতে পারবে। অবসর সময়ে সেই সব বই পড়ে তারা আনন্দ লাভের পাশাপাশি জ্ঞানার্জন করার সুযোগ পাবে। ফলে পড়াশোনার প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়বে। তাদের শিক্ষাজীবন আনন্দময় হয়ে উঠবে।

৬. তথ্য প্রযুক্তি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: উপাত্তের সাথে যদি কোনো ঘটনা, প্রেক্ষাপট বা পরিস্থিতির সম্পর্ক থাকে তাহলে সে উপাত্তগুলো অর্থপূর্ণ হয়। এ ধরনের উপাত্ত সহজে বোঝা যায় এবং প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। এ ধরনের উপাত্তকে বলা হয় তথ্য আর এই তথ্যকে আদানপ্রদান কিংবা বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় তথ্য প্রযুক্তি। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে অন্য প্রান্তের লোকজনের সাথে তথ্য আদানপ্রদান করতে পারি এবং প্রয়োজনে তথ্যকে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে পারি। অর্থাৎ তথ্য আদানপ্রদান ও সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তিই তথ্য প্রযুক্তি।

৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সারা পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার একটা বিপ্লব শুরু হয়েছে— ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: একটা সময় ছিল যখন কম্পিউটার ছাড়া তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করার সুযোগ ছিল। আর সেই কম্পিউটারের মূল্য ছিল লক্ষ কোটি টাকা। তাই সাধারণ মানুষ ছিল তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারকারীর তালিকার বাইরে। কিন্তু এখন কম্পিউটার ছাড়াও বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আর এসব উপকরণের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যে। তাই সাধারণ মানুষও আজ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুফল ভোগ করছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য এখন কম্পিউটারের পাশাপাশি নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে, কম্পিউটার আর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার জন্য নতুন নতুন সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে। যোগাযোগ সহজ করার জন্য অপটিক্যাল ফাইবার কিংবা উপগ্রহ তৈরি হচ্ছে, তথ্য আদানপ্রদানের জন্য ইন্টারনেট দাঁড় করানো হয়েছে এবং ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে তৈরি করা হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে একদিকে যেমন পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের তথ্য আদানপ্রদান সহজ হয়ে গেছে ঠিক তেমনি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাসীল মানুষ যে তথ্যটি নিতে পারে—একেবারে সাধারণ একজন মানুষও ঠিক সেই তথ্যটি নিজের জন্য নিতে পারে। তাই বলা যায়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সারা পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার একটা বিপ্লব শুরু হয়েছে।

৮. শিশুদের বিনোদনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর: বর্তমান যুগে বিনোদনও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছে। বই পড়া, গান শোনা, সিনেমা দেখা থেকে শুরু করে কম্পিউটার গেম খেলা পর্যন্ত এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। ক্রিকেট ও ফুটবল খেলায় এই প্রযুক্তি চমৎকারভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। খেলার মাঠে না গিয়েও আমরা ঘরে বসে এসব খেলা নিখুঁতভাবে উপভোগ করতে পারছি। তবে শিশুদের বিনোদনের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যিক। কারণ শিশুদের শারীরিক গঠন ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলা মাঠে ছোট্ট ছোট্ট করা প্রয়োজন। কিন্তু তারা যদি তা না করে কম্পিউটার বা অনুরূপ কোনো বিনোদন উপকরণ নিয়ে দীর্ঘ সময় ডুবে থাকে তাহলে তাদের শারীরিক গঠন ব্যাহত হবে এবং তাদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাই শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ স্বাভাবিক রাখার জন্য শিশুদের বিনোদনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সীমিত হওয়া উচিত।

৯. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কাকে বলে? প্রচার ও গণমাধ্যমে এর ব্যবহার লেখ।

উত্তর: যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্য আদানপ্রদান করা যায়, তথ্যকে বাঁচিয়ে রাখা বা সংরক্ষণ করা যায় আবার প্রয়োজনে তথ্যকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যায়, বিশ্লেষণ করা যায় এবং নিজের কাজে ব্যবহার করা যায় তাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলে।

প্রচার ও গণমাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার: রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ বা অনলাইন সংবাদ মাধ্যমকে বলা হয় প্রচার ও গণমাধ্যম। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করার কারণে এই বিষয়গুলো আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি উন্নত হয়েছে। তাই পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে ঘটে যাওয়া যেকোনো ঘটনার সংবাদ আমরা মুহূর্তের মধ্যে পেয়ে যাই। শুধু তাই নয় আইসিটির কারণে সেই সব ঘটনার ভিডিও চিত্রও আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাই।

১০. GPS (জিপিএস) সম্পর্কে লেখ।

উত্তর: GPS হলো Global Positioning System এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর সাহায্যে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে নিখুঁতভাবে জানা যায়। এটি আজকাল প্রায় সব স্মার্টফোনেই লাগানো থাকে। নতুন প্রায় সব গাড়িতে পথ দেখানোর জন্য জিপিএস লাগানো থাকে।

পৃথিবীকে ঘিরে কৃত্রিম উপগ্রহ ঘুরছে যা পৃথিবীতে সংকেত পাঠায়। জিপিএস এর এই সংকেত বিশ্লেষণ করে মানুষ বুঝতে পারে সে কোথায় আছে এবং এর সাথে জুড়ে দেওয়া ম্যাপ দেখে একজন মানুষ যেকোনো জায়গায় চলে যেতে পারে। কোথায় যেতে হবে সেটি জিপিএস-এ চুকিয়ে দিলে জিপিএস সঠিক পথ দেখিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে।

১১. সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে আইসিটির প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে আইসিটির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের প্রভাবই লক্ষণীয়। আইসিটির উন্নয়নের ফলে আমরা এখন শুধু মোবাইল ফোন ব্যবহার করেই একে অন্যের সাথে অনেক বেশি যোগাযোগ করতে পারি। তার সাথে যদি এসএমএস,

ই-মেইল, চ্যাটিং ইত্যাদি যুক্ত করি তাহলে বলতে হবে সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটা বড় পরিবর্তন এসেছে। কারণ এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে অন্য প্রান্তের লোকজনের সাথে চিঠি, কথা, ছবি, ভিডিও সবকিছুই চোখের পলকে আদানপ্রদান করতে পারি। তবে এ পরিবর্তনের সবটুকুকে ভালো বলা যাবে না। কারণ নতুন প্রজন্মের কেউ কেউ এ ব্যাপারে বেশি সময় নষ্ট করছে। তারা এ ধরনের যোগাযোগকে সত্যিকারের যোগাযোগ ভেবে বড় বড় ভুল করে বসছে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আইসিটির ওপর অতিরিক্ত মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ার কারণে নতুন প্রজন্ম কেউ কেউ অসামাজিকও হয়ে উঠতে পারে।

১২. আগে সাধারণ মানুষ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ পেত না কেন?

উত্তর: আগে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করত কেবল বড় বড় দেশ কিংবা বড় বড় প্রতিষ্ঠান। কারণ তখন তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে কম্পিউটার প্রয়োজন হতো আর সেই কম্পিউটার তৈরি করা কিংবা ব্যবহার করার ক্ষমতা সবার ছিল না। সেই কম্পিউটারগুলোর ক্ষমতা খুব বেশি না থাকলেও আকার ছিল বিশাল। একটা কম্পিউটার রাখার জন্য তখন রীতিমতো একটা আস্ত দালান লেগে যেত। আর এই দৈত্যাকার কম্পিউটারের দাম ছিল লক্ষ কোটি টাকা। এ কারণে তখনকার সাধারণ মানুষ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ পেত না।

১৩. চিকিৎসা ক্ষেত্রে আইসিটি কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে?

উত্তর: আজকাল আইসিটি ব্যবহার না করে চিকিৎসার কথা কল্পনাও করা যায় না। আগে কারো অসুখ হলে ডাক্তাররা রোগীর নানা ধরনের উপসর্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে রোগ নির্ণয় করতেন। এখন আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়। শুধু তাই নয়, কেউ যদি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যায়, তখন তার সব ধরনের তথ্য সংরক্ষণ থেকে শুরু করে তার চিকিৎসার বিভিন্ন খুঁটিনাটি আইসিটি ব্যবহার করে সংরক্ষণ করা সম্ভব। দূর থেকে টেলিফোন ব্যবহার করেও স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া যায়- যেটার নাম টেলিমেডিসিন। টেলিমেডিসিন পদ্ধতি ব্যবহার করে দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে যেকোনো সময় জরুরি অবস্থায় স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করা যায়।

১৪. আইসিটি ব্যাংকিং সেবায় কীরূপ পরিবর্তন এনেছে?

উত্তর: একটা সময় ছিল যখন একজন মানুষকে ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে হলে তাকে ব্যাংকের নির্দিষ্ট শাখায় যেতে হতো। এখন আর সেটি করতে হয় না। কারণ এখন অধিকাংশ ব্যাংক অনলাইন হয়ে গেছে। আর যেসব ব্যাংক অনলাইন হয়ে গেছে সেসব ব্যাংকে জমা রাখা টাকা দেশের ঐ ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকে তোলা যায়। শুধু তাই নয়, যেখানে এটিএম মেশিন আছে সেখান থেকে ব্যাংক কার্ড দিয়ে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টার যেকোনো সময় টাকা তোলা যায়। ব্যাংক থেকে টাকা তোলার ব্যাপারটি আরও সহজ করার জন্য ইদানীং মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ব্যাংকিং শুরু হয়ে গেছে। ব্যাংকিং সেবায় ঘটে যাওয়া এসব পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আইসিটি ব্যাংকিং সেবায় বিশাল পরিবর্তন এনেছে।

১৫. বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত আইসিটি নির্ভর ২টি প্রযুক্তি সম্পর্কে লেখ।

উত্তর: বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত আইসিটি নির্ভর ২টি প্রযুক্তি হলো:

১. **কম্পিউটার:** কম্পিউটার শব্দের অর্থ গণক বা হিসাবকারী। কম্পিউটার শুধু একটি হিসাবকারী যন্ত্রই নয়, আরও অনেক কিছু। মৌলিক অর্থে কম্পিউটার হলো একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা ডেটা বা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ করে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যে রূপান্তর করে।

২. **প্রজেক্টর:** কম্পিউটারের ছোট মনিটরে এক সাথে কয়েকজন দেখতে পায়। অনেক সময়ই এক সাথে অনেকের দেখার দরকার হয়। এরকম কাজের জন্য মাল্টিমিডিয়া বা ভিডিও প্রজেক্টর ব্যবহার করা হয়। প্রজেক্টর মনিটরের দৃশ্যটি অনেক বড় করে বিশাল স্ক্রিনে দেখাতে পারে।

১৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে আমরা দেশকে সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলতে পারব?

উত্তর: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা যে শুধুমাত্র আমাদের নিজের জীবনটাকে সহজ করতে পারি তা নয়, আমরা কিন্তু আমাদের দেশটাকেও পাল্টে ফেলতে পারি। একসময় মনে করা হতো তেলের খনি, লোহার খনি বা সোনারপার খনি কিংবা বড় বড় কলকারখানা হচ্ছে পৃথিবীর সম্পদ। তাই যে দেশে এগুলো বেশি তারা হচ্ছে সম্পদশালী দেশ। এখন কিন্তু এই ধারণাটা পুরোপুরি পাল্টে গেছে। এখন মনে করা হয় জ্ঞান হচ্ছে পৃথিবীর সম্পদ, আর যে দেশের মানুষজন লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত, যারা জ্ঞান চর্চা করে সেই দেশ হচ্ছে সম্পদশালী দেশ। তথ্যের চর্চা আর বিশ্লেষণ থেকে জ্ঞান জন্ম নেয়। তাই যে দেশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্যকে সংগ্রহ করতে পারে, বিশ্লেষণ করতে পারে সেই দেশ হচ্ছে পৃথিবীর

সম্পদশালী দেশ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শেখার দরজা সবার জন্য খোলা, তাই আমরা যত তাড়াতাড়ি এই প্রযুক্তি শিখে নিতে পারব, তত তাড়াতাড়ি আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে পারব এবং দেশকে সম্পদশালী করে গড়ে তুলতে পারব।

১৭. বিনোদনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব লেখ।

উত্তর: বিনোদন এখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। বই পড়া, গান শোনা, সিনেমা দেখা থেকে শুরু করে এই প্রযুক্তি কম্পিউটার গেম খেলায় ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। ক্রিকেট বা ফুটবল খেলা দেখাতে এই প্রযুক্তি চমৎকারভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। খেলার মাঠে না গিয়েও আমরা ঘরে বসে অনেক বড় বড় খেলা নিখুঁতভাবে দেখতে পারি। তবে তথ্য ও প্রযুক্তিগত বিনোদন ব্যবহার করে বাবা-মায়ের তাদের ছেলেমেয়েদের খেলার মাঠে ছোট্ট ছোট্ট না করিয়ে কম্পিউটারের সামনে দীর্ঘসময় বিনোদনে ডুবে থাকতে দিচ্ছেন যা শিশুর মানসিক গঠনের জন্য মোটেও ভালো নয়।

১৮. বর্তমান যুগকে ডিজিটাল যুগ বলা হচ্ছে কেন?

উত্তর: একটা সময় ছিল যখন একটা সাধারণ চিঠি এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাঠাতে এক-দুই সপ্তাহ লেগে যেত। কিন্তু এখন আমরা চিঠি কথা, ছবি, ভিডিও সবকিছু চোখের পলকে পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে অন্য প্রান্তের লোকজনের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি। কারণ পুরো পৃথিবীটা এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। একটা গ্রামে যেমন একজন মানুষ আরেকজনের সাথে যখন খুশি যোগাযোগ করতে পারে; ঠিক সেরকম পুরো পৃথিবীটাই যেন একটা গ্রাম, সবাই সবার সাথে যোগাযোগ করতে পারে। তাই বাস্তবে আমরা পাশাপাশি না থাকলেও কার্যত আমরা এখন সবাই পাশাপাশি। এর সবই সম্ভব হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কারণে। আর এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য যে প্রযুক্তিটি সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে সেটি হচ্ছে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স। জীবনকে সহজ, আরামদায়ক ও আনন্দময় করার জন্য দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে এখন ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স ব্যবহৃত হচ্ছে। এ কারণেই বর্তমান যুগকে ডিজিটাল যুগ বলা হচ্ছে।

১৯. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার লেখ।

উত্তর: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার নিম্নে দেওয়া হলো:

১. মোবাইল ফোন ব্যবহার করে যোগাযোগ করা যায়,
২. ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা যায়,
৩. ব্যক্তিগত কম্পিউটারে কাজকর্ম করা যায়,
৪. টেলিভিশনে দেশ-বিদেশের খবর দেখা যায়,
৫. এটিএম মেশিন থেকে টাকা উত্তোলন করা যায়,
৬. ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করে কাপড় ধোয়া যায়,
৭. মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে রান্না করা যায়,
৮. ই-বুক ব্যবহার করে বই পড়া যায়,
৯. সিটিস্ক্যান করে রোগ নির্ণয় করা যায়,
১০. জিপিএস ব্যবহার করে গাড়ি চালানো যায়।